ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৮৫৮
আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

পশ্চিম জেলাভিত্তিক কৃতি ছাত্রী ও কন্যা শিশুদের সম্বর্ধনা
মেয়েরা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ঃ সমাজশিক্ষা মন্ত্রী

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ আগরতলাস্থিত মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে 'মুসকান' কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও উপলক্ষে পশ্চিম জেলাভিত্তিক কৃতি ছাত্রী ও কন্যা শিশুদের সম্বর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বে মেয়েরা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং সেগুলিকে মোকাবিলা করে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের রাজ্যের মেয়েরাও আজ কোন অংশে পিছিয়ে নেই। কিন্তু তারপরেও সমাজের অনেক ক্ষেত্রে আজও মেয়েরা লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। সরকার সেই বঞ্চিত মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছে এই 'মুসকান' প্রকল্পের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, মুসকান প্রকল্পের সুবিধাগুলি মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে, তাদের শিক্ষাগত সাফল্য ও ব্যক্তিগত বিকাশের পথ প্রশস্ত করে তাদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই কর্মসূচির মাধ্যমে মেয়েদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজে মেয়েদের উন্নয়নের জন্য তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য এই প্রকল্পের উদ্ভাবন করেছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কন্যা সন্তানদের উন্নয়ন না হলে একটি সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস (দত্ত) ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুরনিগমের উত্তর জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা পরিদর্শক বিপ্লব ঘোষ। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ জেলার দুঃস্থ পরিবারের ৫ জন ছাত্রীকে মেধা সম্বর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও স্কিমে ১ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে তার উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য ও ৩ জন অঙ্গনওয়াড়ি শিশুকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বেশিদিন নিয়মিত উপস্থিতির জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া স্পনসরশিপ স্কিমে ৫টি পরিবারকে অনাথ শিশু লালন পালনের জন্য ৪ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। দুঃস্থ পরিবারের হয়েও কন্যা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করার কৃতিত্বের জন্য ৪ জন কন্যা সন্তানের মাকেও অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা ও পুরস্কৃত করা হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে সেইসমস্ত পুরস্কার তুলে দেন।

******